দৈনিক বাংলা

002

তারিখ 20/2/85
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: বুধবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯১ ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

ভাল বই মন্দ বই

বই-এর ব্যাপারে মানুষের রুচিভেদ ও পছন্দ-অপছন্দ একটি সর্বজনীন সত্য। সব পাঠক সব বই পড়েন না, এমন কি সব রকম বই হাতেও নেন না। পাঠকের এই পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে বই-এর অন্তরঙ্গ বস্তু অর্থাৎ বিষয় যেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে বহিরঙ্গ রূপ অর্থাৎ প্রচ্ছদ, মুদ্রণ, কাগজ, ছাপা ইত্যাদিও। একথা বললে মিথ্যা বলা হবে না যে বই-এর সঙ্গে প্রথম দেখায় প্রেমের ব্যাপারে বাইরের আঙ্গিক সৌষ্ঠবই বেশির ভাগ পাঠকের মনকে প্রভাবান্বিত করে। ভাল বই বলতে যেমন বোঝায় ভাল বিষয়বস্তু, তেমনি আকর্ষণীয় বহিরঙ্গ রূপও।

বই পছন্দ সম্পর্কিত পাঠকমনের চরিত্র ভঙ্গিটির পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটেছে সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণামূলক পুস্তক স্থায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব ইফতেখার রসুল জর্জের মন্তব্যে। তিনি সহজ-সরল কথায় বলেছেনঃ পাঠকরা নিউজ-প্রিন্টের বই পছন্দ করেন না। আমরা মনে করি, পাঠকদের এই না-পছন্দের ব্যাপারটি সহজবোধ্য। নিউজপ্রিন্টে ছাপা বই যেমন নয়ন-সুখকর নয়, তেমনি নয় টেকসইও। এ কারণেই এ ধরনের বই পাঠক সমাজের মনকে তেমন টানতে পারে না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পাঠ্যবই ছাড়া অন্যান্য বই-এর পাঠকের সংখ্যা ও কাটতি বাড়ছে না।

ব্যাপারটা যতই দুঃখজনক হোক, বই-এর বাজার নিউজপ্রিন্টের বই-এ ছেয়ে আছে। পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, সংকলন, নাটক, উপন্যাস, কবিতার বই সব কিছুই আজকাল নিউজপ্রিন্টে ছাপা হচ্ছে। এগুলি না দেখতে ভাল, না দীর্ঘজীবী। ছাপাও পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে হয় না। পাঠ্যপুস্তকের, বিশেষ করে নীচের দিকের পাঠ্য পুস্তকের বেশির ভাগ ক্ষেত্রই দখল করে আছে নিউজপ্রিন্ট। প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বই বিনামূল্যে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বই অর্ধ-দামে সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলি সহজেই ছিঁড়ে-ফেড়ে যায় বলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য একাধিক সেট কিনতে হয়। এতে অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও বই থাকে না বলে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি পকেটের টাকা গচ্চা যাচ্ছে অভিভাবকদেরও।

যে বই সভ্যতার বাণী বহন করে, মানবপ্রগতির জন্য অপরিহার্য শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক, সেই বই-এর নিউজপ্রিন্ট অঙ্গের হীনদশা কোনমতেই কাম্য বা কল্যাণজনক হতে পারে না। আমাদের জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সাংস্কৃতিক কাজ অর্থাৎ সাহিত্যচর্চা ও পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাগজের মান উন্নত এবং দামেও সস্তা হওয়া দরকার। নইলে পাঠ্যপুস্তক হোক, আর মনের ক্ষুধা মেটাবার পুস্তকই হোক—কোনটাই বেশি বিক্রি হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন, এমনিতেই এদেশে পাঠকের সংখ্যা কম এবং আরও কম পুস্তক-ক্রেতার সংখ্যা। বই-এর চড়া দামই এর জন্য দায়ী। মানবমনে শ্রেষ্ঠ গুণগুলির বিকাশের জন্য যে বই অত্যাবশ্যক, সেই বই-এর বিক্রয় ও বিস্তার বাড়া একান্ত জরুরী। কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি বই প্রকাশের উপকরণগুলির কম দামের ব্যবস্থা করে সরকারকে বই-এর ক্রেতা ও পাঠকের সংখ্যা বাড়াবার মৌল দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রয়োজন হলে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে এই জাতীয় কাজে। পুস্তক প্রকাশক, ছাপাখানার মালিক ও সংশ্লিষ্ট সবাই উদ্যোগী ও সচেষ্ট হলে বই-এর মান উন্নত হবে বলে আমরা মনে করি।